এই জন্ম দাগ মুছি কেমন করে?

জন মার্টিন

আমার শরীরে একটা হালকা কালো দাগ আছে। আমার ছেলে ঋভু সেই ছোট বেলায় ঐ দাগটি দেখে জিজ্ঞেস করতো, 'বাবা এটা কিসের দাগ'? আমি বোলতাম, 'এটা আমার জন্ম দাগ। আমার জন্ম থেকে এই দাগ আমার সাথে । সারা জীবন আমার সাথে থাকবে'। ঋভু খুটিয়ে খুটিয়ে ওর শরীর দেখে এবং ওর শরীরেও ঐ একই রকম দাগ খুঁজে পায়। 'বাবা আমার ও একটা জন্ম দাগ আছে। তোমার মত', ঋভুর আনন্দ আর বিস্ময় আমাকে আপ্লুত করে। ওর গায়ে আমার মত একটা দাগ আছে এটাই ওর বড় আনন্দ। আমি বলি, 'আমাদের শরীরে এই একই রকম দাগ কারন তুমি আমার ছেলে। তোমার দাদুর পিঠেও এমন একটা দাগ ছিল। এই দাগের অর্থ হচ্ছে আমরা সবাই কানেকটেড। কিন্তু কিছু জন্ম দাগ আছে যা দেখা যায় না'। ঋভু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে ওটা কোথায় হয়? আমি বলি ,' ওটা এই আমাদের হৃদয়ে। ঐ দাগ আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা কানেকটেড আমাদের দেশের সাথে, আমাদের ভাষার সাথে'। ঋভু অবাক হয়ে আমার কথা শুনে । 'আমরা যেখানেই যাই না কেন আমার দেশের সাথে এই কানেকশন কখনো ছিড়ে যায় না। এই যেমন তুমি যেখানেই যাও, যে ভাষায়ই কথা বল , যে ধর্মই পালন কর- তুমি কিন্তু আমার ছেলে। তোমার সাথে আমার সম্পর্কটা কখনও শেষ হবার নয়। তোমার প্রতি আমার দ্বায়িত্বটাও শেষ হবার নয়। ঠিক তেমনি দেশের সাথে আমাদের সেই টানের কারনেই দেশ ছেড়ে যত দূরেই যাই না কেন খুঁজে ফিরি বাংলাকে। এই যে বৈশাখী মেলা, বই মেলা, বাংলা স্কুল নিয়ে প্রবাসে আমাদের এত মাতামাতি সেটাও সেই কানেকশন এর টানে। এটা আমার জন্মভূমির কাছে আমার দ্বায়িত্ব।'

ঋভু বাংলাদেশে জন্মেছিল। ছয় বছর বয়সে বাবা-মার হাত ধরে প্রবাসী হয়েছে। কিন্তু ঋভুকে ঠিক এভাবে বুঝিয়েছি আমাদের দেশ, ভাষা, আর সংস্কৃতির প্রতি আমাদের কানেকশনের কথা। গত ২০শে জানুয়ারী দৈনিক আজকাল পত্রিকায় একটি খবর পড়ে মনে হচ্ছে- আমি বোধ হয় আমার সন্তানকে ভুল শিখিয়েছি। খবরটিতে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে একটি নতুন বিল তৈরী হতে যাচ্ছে যে বিল অনুযায়ী কোন বাংলাদেশী একনাগাড়ে পাঁচ বছর বা বেশী সময় বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করলে তার নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যাবে। তবে সরকারের অনুমতি নিয়ে দেশের বাইরে থাকলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। বলাবাহুল্য যে এই অনুমতি নিয়ে দেশের বাইরে থাকার বিষয়টি কেবল শিক্ষক, সরকারী চাকুরে, ছাত্র, চিকিৎসাধীন রুগীদের বেলায় প্রযোজ্য। এই বিলে দ্বৈত নাগরিকত্বের কথা বলা হলেও সে বিষয়ে সঠিক ধারনাটি দেয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বহাল রাখা যাবে।

অর্থাৎ এবার নিয়ম করে আমার জন্মদাগ- আমার কানেকশন অস্বীকার করা হবে। কিন্তু যারা এই নিয়মটি বানাতে তে যাচ্ছেন তারা আমার হৃদয়ে যে জন্ম দাগ রয়েছে তা কি দিয়ে ঘষে উঠাবেন? প্রবাসের আলো, বাতাস আর মানুষ গুলো অচেনা হলেও প্রবাসীর হৃদয়ে বাস করে তার ভাষা, সংস্কৃতি যা তার বড় আপন, বড় কাছের। ভাটিয়ালি গান আর বাঁশীর সুর মনে দোলা জাগায়। ফিরে যায় রবিঠাকুরের গানের কাছে। যে বিশাল ভান্ডার আমাদের পরিপূর্ন করে আশা নিরাশায়, সুখে-দুখে । এমন ভীন দেশেও বাংলা সংস্কৃতি পাখা মেলে- কেবলএই প্রবাসীদের গভীর নাড়ীর টানে। সব ছেড়ে এলে কি সব ভোলা যায়? পদ্মার উত্তাল ঢেউ আর এক বুক জোৎশ্না ভরা বিরাণ চর যে মানুষগুলোকে ধরে রাখতে পারেনি, সেই মানুষগুলোই - চৌষট্টি হাজার বর্গ মাইলের প্রতিটি ইঞ্চির কষ্ট আর আর্তনাদে কেঁদে উঠে । যে মাটিতে জন্মেছে, যে মাটির আলো বাতাস গায়ে মেখে বড় হয়েছে, যে পুকুরে সাতার কেটে দিন কাটিয়েছে সেই সব মিষ্টি স্পর্শের কাছে তাদের ঋনের কথা তারা ভুলবে কেমন করে? এখনও 'মা তোর মুখের বানী আমার কানে লাগে সুধার মত'। প্রবাসী বাঙ্গালীর মনে এখনও পদ্মা-মেঘনার ঢেউ যে দোলা দেয় তা ঐ নিয়ম করে কে বন্ধ করবে? আমরা যারা স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় এই নির্বাসন নিয়ে জেনে শুনে যে বিষ পান করেছি তার যন্ত্রনার কথাটি কেবল আমরাই জানি।

যারা এই নিয়মটি বানানোর চেষ্টা করছে আমি তাদের কারনটি বোঝার চেষ্টা করছিলাম। এটার পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে? প্রবাসীরা কি তাহলে দিন দিন দেশ কে নিয়ে বেশী ভাবছে? আর সেটা কি দেশীয় রাজনীতিবিদদের মাথা ব্যথার কারন হয়ে উঠছে? নাকি প্রবাসী ভোটার সংখ্যা বেড়ে গেলে কারচুপিতে অসুবিধা হবে? কেউ কেউ বলেন যারা দেশে অপরাধ করে বিভিন্ন দেশে পালিয়ে থাকেন- তারা যেন আর দেশে না ঢুকতে পারেন এটা তারই একটি ফর্মূলা। তাহলে যারা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া, ইটালী ,জার্মানী সহ বিভিন্ন দেশে বেআইনী ভাবে থাকছে কেবল একটি কাগজের আশায়- তাদের কি হবে? অনেকের তো দশ বছরেও কাগজ পত্র ঠিক হয় না । দশ বছর পর সেই দেশ যদি তাকে বের করে দেয় আর তখন সে তার জন্ম ভূমিতে ফিরতে না পারলে কোথায় যাবে? কি জানি হয়তো জীবন্ত ঢুকতে না পারলেও মৃত লাশের সেই অনুমতি মিলবে। কারন মৃত ব্যক্তি তো আর ভোট দিতে পারবে না।

আমার দেশ, ভাষা, সংস্কৃতির সাথে আমার দায়বদ্ধতা আমার বড় সম্পদ। তাই এই বৈরী পরিবেশেও যখন যেভাবে পারি আমি আমার সন্তানের কানে কানে আমার দেশ, দেশের মানুষ আর সংস্কৃতির মন্ত্র বলে যাই। প্রবাসে এই প্রজন্ম যেন হঠাৎ হারিয়ে না যায় তার জন্য প্রতিটি বাবা-মা'র যে প্রচেষ্টা তার খবর দেশের মানুষের জানার কথা নয়। হয়ত অনেকের কাছে আমাদের এই যন্ত্রনা 'সুখের অসুখ'। কিন্তু প্রবাসীরা জানে 'সব পাওয়ার' এই দেশে নিজ সন্তানকে হারানোর ভয়ে অনেকেই দিশেহারা। কেবল জন্মভূমির সাথে তার কানেশন তাকে এখনও আশা জাগায়-আমাদের প্রজন্ম হারিয়ে যাবে না। আমার নাগরিকত্ব আমার কানেকশন। এই 'কানেকশন' প্রবাসে বেড়ে উঠা আমাদের প্রজন্মকে আমাদের দেশের সাথে 'কানেক্ট' করবে। কিন্তু আমার ভয় অন্য জায়গায়। সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ। এখন না হয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের নাগরিকত্ব বাতিল হবে । এর পর কি প্রবাসে বৈশাখী মেলা, জাতীয় দিবস পালন , জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া নিষিদ্ধ হবে?

জন মার্টিন

প্রবাসী অভিনেতা,নির্দেশক,নাট্যকার

probashimartins@gmail.com